দৈনিক সংবাদ

JUN. 27

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও মাদ্রাসার সংখ্যা বিষয়ে কিছু কথা

আবহমানকাল থেকে এ ভূমিতে বেড়ে ওঠা সম্প্রীতির ধারণায় বড় ধরনের চিড় ধরিয়ে দিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা। সম্প্রীতিপূর্ণ একটি মূল্যবোধকে সমাজে ধরে রাখার জন্য যারা দেহমনে তৎপর, এহেন প্রকৃত ইসলামি মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষদের শেষ পর্যন্ত প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, কথায় ও কাজে মারাত্মক বৈপরীত্যসূচক আচরণে অভ্যস্ত শাসক শ্রেণীর দুরভিসন্ধিমূলক অসাধুপন্থা আমাদের দেশে এ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফুলেফেঁপে উঠতে সুযোগ করে দিয়েছে। এর পেছনে ঢালা হয়েছে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ। অথচ এটি প্রমাণিত যে, সামরিক খাতের মতোই এ খাতটি দারুণভাবে অনুৎপাদনশীল। সামরিক খাতের বাজেট কমিয়ে আমরা শিক্ষাখাতে বাজেট বাড়ানোর জন্য যত দাবিই উত্থাপন করি না কেন, শিক্ষাখাতে মোটা ব্যয়ের উপখাত মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যয়ভার কমানো না গেলে চোরাস্রোতে সবই হারিয়ে যাবে। এখানে 'হারিয়ে যাবে' বলেও পাড় পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, ইতোমধ্যেই আমরা অনেক হারিয়েছি। এখন, সময় এসেছে এ চোরাস্রোতটি বন্ধ করতে ছিদ্রপথে খড়বালি ঢাল এজন্য মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ত অভিজ্ঞতার আলোকে মাদ্রাসা শি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার জন্য অন করতে হবে। তাদের বোঝাতে এ পথে ঠেলে দিয়ে তাদে অভিভাবকরা জাগতিক তাদেরকে (মাদ্রাসা ছাত্র) পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে। প্রকৃ অধিকার একজন অভিভা নেই। কাজেই, মাদ্রাসা শিক্ষকদের এ অভিভাবকদের প্রতি করা উচিত, আধুনিক একজন সক্ষম মা থাকার উপায় দেখা না দিয়ে অ অবৈজ্ঞানিক, পারলৌকিক শি তাদের সন্তা করেছেন ও যদি শাক্তি সন্তানকে দেয়াও ম

জানা যায়। অবশ্য, বেনবেইস পরিচালিত ১৯৯৩ সালের একটি জরিপে জানা যায়, মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসার সংখ্যা ১ লাখ ৩০ হাজার আর মক্তবের সংখ্যা ৬০ হাজার। এছাড়াও, সম্প্রতি সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কিছু ক্যাডেট মাদ্রাসা, যার সংখ্যা খুব সম্ভব ১০-এর অধিক হবে না।

দেশে ইতোমধ্যে মহিলা মাদ্রাসাও গড়ে উঠছে প্রচুর পরিমাণে। ৩০শে জুন ১৯৯৮ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপিত সৈয়দ সাহবুবুর রহমান সইকৃত পরিদর্শন প্রতিবে জানা যায়, বাংলাদেশে দাখি মাদ্রাসা রয়েছে ৪শ' ১টি,